তারিখ 27 JUN 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

যুগান্তর

সরকারি প্রাইমারি ও হাইস্কুল

৩৪তম বিসিএস থেকে ৩৭৭০ শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ

মুসতাক আহমদ

সরকারি হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষকের শূন্যপদে ৩৪তম বিসিএসে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্য থেকে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। রোববার সরকারি কর্মকমিশনে (পিএসসি) আন্তঃমন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অপরদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদেও এ বিসিএস থেকে নিয়োগের প্রস্তাব পাঠিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

পিএসসি সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মোট শূন্যপদের ৫০ শতাংশ পদে এখন নিয়োগ করার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে ২ হাজার ৮৯৮টি। অপরদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের এ ধরনের নিয়োগ-উপযোগী পদ আছে ৮৭২টি। এ ৩ হাজার ৭৭০টি পদই গত কয়েক বছরে সরকার দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করে। এ কারণে আগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধিদফতর নিয়োগ দিতে পারলেও তা এখন পিএসসির অধীনে চলে গেছে।

জানা গেছে, প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে রোববার পিএসসিতে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা যোগ দেন। এতে সরকারি হাইস্কুলে ১ হাজার ৭৪৪টি শূন্যপদের তথ্য উপস্থাপন করা হয়। পাশাপাশি এর ৫০ শতাংশ (৮৭২টি পদ) বিসিএস থেকে পূরণের প্রস্তাব তুলে ধরা হয়।

বৈঠক শেষে মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন যুগান্তরকে বলেন, সরকারি ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৭

৩৪তম বিসিএস

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের বেশকিছু পদ খালি আছে। এগুলোর কারণে শিক্ষা কার্যক্রম কিছুটা বিঘ্নিত হচ্ছে। এসব পদ সম্প্রতি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করায় আগের নিয়োগবিধির আলোকে আমরা নিয়োগ দিতে পারছিলাম না। নিয়োগবিধি হালনাগাদের কাজও শেষ হয়নি। তাই শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে দ্রুত শিক্ষকের পদ পূরণে এমন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পিএসসির সঙ্গে ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে। আশা করছি, সমস্যার সমাধান হবে।

উল্লেখ্য, সারা দেশে বর্তমানে ৩৩৩টি সরকারি হাইস্কুল আছে। এতে সহকারী শিক্ষকের ১০ হাজার ৬টি পদের মধ্যে ১ হাজার ৭৪৪টিই শূন্য। প্রধান শিক্ষকের ৩২৪টি পদের মধ্যে ৮৪টিই খালি। ৯টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদই নেই। সহকারী প্রধান শিক্ষকের ৪৫৭টি পদের মধ্যে ৩৬৭টিই খালি। বাংলা, ইংরেজি ও গণিতে খালি পদ বেশি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাউশির একাধিক কর্মকর্তা জানান, সরকারি হাইস্কুলে চার বছর ধরে কোনো শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে না। ২০১২ সালের ১৫ মে সরকার এসব স্কুলের সহকারী শিক্ষকের পদ তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করে।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় : এদিকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদে সরাসরি নিয়োগযোগ্য (পদ) আছে ৫ হাজার ৭৯৭টি। এর মধ্যে পুরনো সরকারি বিদ্যালয়ে পদ আছে ৯৮২টি। জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়ের পদ ৪ হাজার ৮১৫টি। এসব পদে নিয়োগের জন্য সম্প্রতি পিএসসিতে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রস্তাবের পর পিএসসি থেকে ব্যাখ্যা চেয়ে একটি পত্র আসে। তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ জুন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর (ডিপিই) একটি জবাব তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। দু'একদিনের মধ্যে তা পিএসসিতে পাঠানো হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির গত ২৯ মার্চের বৈঠকের কার্যপত্রে দেখা যায়, দুই ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ মোট খালি আছে ১৬ হাজার ৩৭৩টি। নিয়োগ বিধিমালা অনুযায়ী, মোট পদের ৩৫ শতাংশে সরাসরি নিয়োগ দেয়া যাবে। বাকিটা পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের বিধান আছে। পিএসসিতে পাঠানো প্রস্তাবে ৫ হাজার ৭৯৭টি শূন্যপদের ৫০ শতাংশ ৩৪তম বিসিএস থেকে পূরণ করতে চাচ্ছে মন্ত্রণালয়।

এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ১৯ জুন যুগান্তরকে বলেন, আমরা একটি প্রস্তাবনা পিএসসিতে পাঠিয়েছিলাম। তারা কিছু ব্যাখ্যা চেয়েছে। সেগুলোসহ খুব তাড়াতাড়িই পিএসসিতে আরেকটি পত্র পাঠাব।